কবিতা

কবিঃ গ্যাব্রিয়েল সুমন

email: amaderbismoy@gmail.com

পশুমেলা

পৌষমেলা বসে রমনায়; পশুমেলা গাবতলীতে-
রমনায় তোমাকে কোনদিনও দেখলাম না।

আচ্ছা, খুলনায় যাওয়ার সময়, তুমি কি গাবতলী থেকে বাসে চড়ো?

অ আ ক খ

একদিনকার; আকাশের রং তোমার গালের মতো,

অথবা গালের রং আকাশের মতো হতে হতে

হাতে চুড়ি পড়ার মতো পড়ে ফেললাম তোমাকে।

এখনকার; রোদের রঙে তোমাকে লিখে মুখস্ত করবেন,

দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় কোন কবি অথবা চারটি অক্ষরে

তর্জনী নির্দেশ করে যাবে; প্রথম কোন অবোধ বালক।

এদের মধ্যে কোন্ জন চালক?

সাদাকালো

স্বপ্ন;-

পুরণ হয়ে গেলে,

স্বপ্ন আর স্বপ্ন থাকে না;

হয়ে যায় দুই বাচ্চার মা।

আমরা তাই আজন্ম স্বপ্নবাদী।

শক্তির অবিনাশীতাবাদ

দৃশ্যত যাকে কুঁড়ি দেখি

বাস্তবে তারও রয়েছে ফুল হয়ে ওঠার প্রাচীন অভ্যেস

পাঁপড়ি মেলে ফোটার অভ্যেস।

ভ্রমর এসে গন্ধ শুকেই চলে যাবে

এমন গালগল্প আজকালকার বুড়োবুড়িরাও বিশ্বাস করেনা

বালক-বালিকারা তো করেই না।

কাগজ দুধসাদা থেকে যাবে

এমনটা ধরে নিয়ে আমিও আমিও কলমকে রেখেছি ক্যাপবদ্ধ

কোথাও লিখিনি; আঁকিনি কিছুই।

তবুও স্বপ্নেরা থেমে থাকেনা

রূপান্তরিত হয় মাত্র, জেনেই আমি আজও স্বপ্নবাজ, অবশ্য

দৃশ্যকে না দেখে যদি কল্পনা করা যেত!

তবে যাকে-তাকে গণিকা ভাবতে হতো না।

পৃথিবী কমলা লেবুর মতো গোল

পাতার নড়াচড়া দেখলাম, একটি কচি বৃক্ষের শেকড়

বহু প্রাচীন ইমারতের খুব গভীরে ঢুকে গেল

তখন কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছিল না; তবুও

কাউকে কোন রকম সমস্যার সম্মূখীন হতে দেখিনি।

এই শীতের মধ্যে হলুদ চাদরে জড়ানো তোমাকে

পলকহীন দেখে আমি কি সর্ষের ক্ষেত ভেবেছিলাম?

এক ফাঁকে আমার বারান্দায় বেড়ে উঠেছে কিছু মানিপ্লান্ট

অই দিকে দুরে, পাহাড়ী অসমতল পথে

গোবরে পোকার সন্ধানে ঘুরছে খেয়াল নারী।

আর এদিকে মদের বোতলের মুখ আলগা করে

মেঘ ছাড়াই বৃষ্টি নামাচ্ছে পাহাড়ী যুবক।

তুমি কি ইত্যবসরে একবার বাংলোর বাহিরে এসেছিলে?

যেদিক থেকে খারাপ দেখায়

১. ধান পুড়লে খই তোমার

এমনটাই দেখেছ সবসময়

তাইবলে

জমিন অরণ্য পাহাড় আর নদে

আগুন কেন লাগাতে চাও?

২. তুমি অথবা চটি কেউ একজন হেটে যাচ্ছে

তোমাতে চেয়ে আছে চশমা। তুমি যেন অসমতল নও।

সামনে হাটছি আমিও

কিংবা রাস্তা হাটছে পেছনে

মাঝরাতে মুঠোফোনে (কম রেটে) তুমি একী কথা কও?

ইচ্ছে হলো একধরনের গঙ্গা ফড়িং

পা বাড়ালে পায়ের উপর ধুলো,

হাত বাড়ালে হাতের নিচে তুলো।

মন বাড়ালে সারাটা মন জুড়ে মেঘ,

দৃষ্টি বাড়ালে দৃষ্টির সবখানে উদ্বেগ।

এক পা পেছালে অন্য পা সামনে,

একহাত নামালে অন্য হাত সবখানে।

মনকে থামালে মন অধিক তৎপর,

চোখ বুজলেই তোমার শোবার ঘর।

নারী

সাইড এ

একদা অচিন বৃক্ষে ফুটেছিল এক ফুল;

বৃক্ষের নাম মাদার ফুলের নাম শিমুল।

সাইড বি

ছোট্ট একটি বৃক্ষ আহা! ফুলের গন্ধে মরি !

গুবাসে তার পুলকিত, মনঘড়ি!দেহতরি!

বৈশাখ - জৈষ্ঠে

এই বৈশাখে ফুটলো কত ফুল,

বেলী কৃষ্নচুড়া আর নিবিড় বকুল;

ফুটলোনা শুধু একটি,

ফুল্‌ তবু দুর হতে গন্ধ পাই,

নাটাই তার হাতে ঘুড়ি হয়ে নিজেকে উড়াই।

এই জৈষ্ঠে ভাঙলো কত ভুল,

মনে মনে বুনি স্বপ্নের উল;

গাথা হলো না শুধু একটি,

কথা - তার মনের একটি নিবিড় বাক্য,

গ্রীষ্মের বাতাসে এসে চুপি চুপি দ্যায় স্বাক্ষ্য।

চেরাগ

চেরাগটি হতে পারে, মাটির; পিতলের কিংবা যাদুর

আলো দিয়ে যেতে পারে, আন্ধার চোরের কিংবা সাধুর।

প্রথমবার আগুন জ্বলবার পর থেকে

সে যাকে ইচ্ছে

যখন ইচ্ছে - সলতে আগ বাড়ালেই

সলতেয় আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

এতে চেরাগের দক্ষতাই বাড়ে, কোন ক্ষতি হয়না,

ছেড়া পালে বিবাগী বাতাস ইচ্ছে নীল গয়না।

থুথু

চমৎকার এক রোদে

সাকোর উপর দাড়িয়ে ছিলাম;

থুথু দিলাম জলে।

স্রোত এসে তাকে নিয়ে গেল ফেনা ভেবে

থুথু এইভাবে ফেনার সাথে মিশে গেলে পর;

যেকোন ঢেউয়ে যেকোন স্রোতে

নিমিষেই বাড়াতে পারে পা
নিমিষেই ভাসতে পারে গা।

সীমান্তে বিশ্বাস করো

কয়েদী আর কারাগার, যে গননা বিহীন সম্পর্কে সম্পর্কিত;
একজন প্রেমিকের সাথে প্রেমের,
সেই একই সম্পর্ক ধুলোয় ধুষরিত নয়, কেউ পস্তায় না খেয়ে,
কেউ কোঁৎ করে গিলে ফেলার পর।

ঘর ও জোছনা

আমরা শুধু উঠোনে দাড়িয়ে থাকতে পারি।
দরজার দিকে চেয়ে থাকতে পারি।
দরজাতে কড়া নাড়তে পারি না।
ঘরের মধ্যে কারা থাকে? কি করে?

আমরা শুধু জোছনা দেখতে পারি।
একবার, দুইবার অজস্রবার বিবাগী হতে পারি।
দ্দধু হাত দিয়ে ছতে পারি না।
জোছনা কার বুকে এসে শুয়ে থাকে?